জীবনের রূপান্তর : সাধু পলের শুভসংগ্রাম

ফা: জ্যোতি এফ. কস্তা

ভূমিকা

মানুষ পরিবর্তন চায়, চায় জীবনের রূপান্তর। নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা গোটা জীবনের পরিবর্তন চায়। মানুষ চায় উন্নতি করতে, উন্নত জীবন যাপন করতে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি এমনিতেই হয় ? কিছু পরিবর্তন এ জগতে স্বাভাবিকভাবে এমনিতেই হচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কিছু পরিবর্তনের জন্য মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। সাধনায় ব্রতী হতে হয়। দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সাধু পলের জীবনে যে পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়েছে, তাতে ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসে নিজের জীবন পরিবর্তনের জন্য সৌলের কোন ইচ্ছা ছিল না। সৌল খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হবে তো দূরের কথা, তিনি বরং খ্রীষ্টের অনুসারীদের অত্যাচার আর নির্যাতনে লিপ্ত ছিলেন। আর এমনি অবস্থায় খ্রীষ্ট প্রভু সৌলের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।

সৌলের মন পরিবর্তন কিন্তু খুব সহজ বা সাধারণ একটি ঘটনা নয়। আমাদের জীবনে আমরা যদি হাল্‌কা কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলতে চাই, তা সহজেই ভেঙ্গে ফেলতে পারি। যদি কঠিন বা শক্ত কোন কিছু, যেমন – একটি বড় পাথর যদি ভাঙ্গতে চাই, তাহলে সেটা হাল্‌কা কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলার মত এত সহজ ব্যাপার হবে না। যদি পাথর খণ্ডটি ভেঙ্গে চুরমার করতে চাই, তাহলে বড় ধরনের আঘাত করার প্রয়োজন পড়ে। যীশু যেন সৌলের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা তাঁর হৃদয় যথেষ্ট কঠিন ছিল বৈ কি ! যীশু নিজেই যখন তাঁর জীবনে প্রবেশ করলেন, তখন সৌলের জীবনের কঠিনতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য পল হারিয়ে ফেললেন দৃষ্টিশক্তি, কেননা তার নতুন জীবনে নব দৃষ্টিশক্তি যীশু নিজেই তাঁকে দিবেন। যীশুর দর্শন ও স্পর্শলাভ ক'রে সৌল হয়ে উঠলেন পল, খ্রীষ্টপ্রেমিক পল।

পলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাধু পল খ্রীষ্ট মণ্ডলীর একটি স্তম্ভ। খ্রীষ্টবিশ্বাস ও মণ্ডলী প্রসারের এক নির্ভীক সেনা। ধারণা করা হয় যে, সাধু পল যার নাম ছিল শৌল, তিনি সিসিলিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে ৫ থেকে ১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই তার পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে, "আমি একজন ইহুদী। সিসিলিয়া তার্সাস-নগরে আমার জন্ম, কিন্তু মানুষ হয়েছি এই নগরে। আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধান-আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার শিক্ষা আমি স্বয়ং গামালিয়ের কাছ থেকেই পেয়েছি" (শিষ্য ২২:৩) । ফিলিপ্পীয়দের কাছে তাঁর পত্রেও তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "যখন আমার বয়স ঠিক আট দিন, তখনই তো আমি পরিচ্ছেদিত হয়েছিলাম; ইস্রায়েল জাতির মানুষ আমি, বেঞ্জামিন গোষ্ঠিতেই আমার জন্ম; আমি হিব্রু বংশের খাঁটি হিব্রু সন্তান; বিধান পালনের কথাই যদি বল, আমি ছিলাম একজন ফরিসী" (ফিলি ৩:৬খ) অর্থাৎ তিনি বিধান জানতেন এবং সেই বিধান মেনেও চলতেন।

নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "ধর্মগ্রন্থের কথাই যদি বল, আমি তো মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি" (ফিলি ৩:৬ক)। এই (খ্রীষ্টীয়) ধর্মমতের অনুগামী যারা, আমি তখন তাদের বহু নির্যাতন করেছি, তাদের হত্যা করতেও ছাড়িনি। পুরুষ-নারী সকলকেই বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়েছি–এই বিষয়ে মহাযাজক নিজে এবং প্রবীণদের গোটা পরিষদই আমার সাক্ষী। আমি তো

একদিন তাঁদের কাছ থেকেই ধর্মভাইদের নামে পত্র নিয়ে দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটা নাগাদ একটি তীব্র আলো আকাশ থেকে নেমে এসে আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং শুনতে পেলাম, কার যেন কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে : " সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ ?" (শিষ্য ২২:৪-৭)। পেশার দিক থেকে বলা যায়, তিনি তাঁবু তৈরীর কাজ করতেন। "পল একদিন তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলেন। তাঁরা তাঁবু তৈরী করার কাজ করতেন। একই পেশা ছিল বলে পল তাঁদের বাড়ীতেই থেকে গেলেন ও তাঁদের সঙ্গেই কাজ করতে লাগলেন " (শিষ্য ১৮:৩)।

সাধু পল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায়

আমরা কি ভাবে পল সম্পর্কে জানতে পারি ? মহান ব্যক্তিত্ব, ঈশ্বরের নির্ভীক সেনা ও অদম্য বাণীপ্রচারক পল সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, প্রথমত: তার লেখা ১৩টি পত্র পাঠ করে। তার পত্রগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ ও ধ্যান করলে এবং অধ্যয়ন করলে পল সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি। দ্বিতীয়ত: আমরা তাঁর প্রচারসঙ্গী সাধু লুকের লেখা শিষ্যচরিত গ্রন্থ থেকেও পলের পরিচয় পেতে পারি। তবে এ সমস্ত পত্রগুলো পল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উৎস হলেও তা সীমিত। পলের এই পত্রগুলো তিনি কিন্তু তাঁর পরিচয় প্রকাশের জন্য লিখেননি অর্থাৎ এগুলো তাঁর জীবনীগ্রন্থ নয়। তিনি এই পত্রগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, ভক্তদেরকে খ্রীষ্টবিশ্বাসের মহান রহস্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং তাদেরকে খ্রীষ্ট বিশ্বাসে জীবন যাপন করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রচার সঙ্গী লুকের লেখা শিষ্যচরিত গ্রন্থটিকে বাইবেল বিশারদগণ পলের পরিচয় ও জীবন তুলে ধরার প্রয়াসে ব্যবহার করে আসছেন। আমরাও সাধু পলের বছরে এই বিশেষ সময়ে, তাঁর পত্রাবলী ও সাধু লুকের লেখা, শিষ্যচরিত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধ্যান ক'রে পলের জীবনের, বিশেষ করে তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টপ্রেমের গভীরে যাত্রা করার মহান সুযোগ গ্রহণ করতে পারি।

সৌলের মন পরিবর্তন

পলকে আমরা বেশী করে চিনতে পারি তার মন পরিবর্তনের ঘটনা থেকেই। এ ঘটনার প্রথমদিকে তাঁর কঠিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। "তখনও সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে ব'লে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি তাদের শেষ ক'রে দেবেন" (শিষ্য ৯:১)। এ কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি যীশুর শিষ্যদের বা আদি খ্রীষ্টানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি তাদের সহ্য করতে পারতেন না। তাদের শেষ করে দেওয়ার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। "একদিন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তাঁকে তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির সদস্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখতে অনুরোধ করলেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই তিনি যেন তাদের বন্দী ক'রে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন" (শিষ্য ৯:২)।

তাঁর এই কঠিন মন কি পরিবর্তন করা সম্ভব ? খ্রীষ্টবিরোধী ও খ্রীষ্টানদের অত্যাচারী এই ধরনের মানুষকে কি কেউ পরিবর্তনের কথা বলতে পারবে ? যীশু নিজেই নিলেন উদ্যোগ। যীশু যেন বুঝতে পারলেন, এই সৌল যে ভাবে তাঁর অনুসারীদের অত্যাচার ও নির্যাতন করছে, সে যদি এই প্রবল আগ্রহ-উদ্যম নিয়ে তাঁর নামে ও তাঁর জন্যে কাজ করে, সে হবে এক মহান পুরুষ। তাই পথে যীশু তাঁকে দর্শন দিলেন। "পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগলো। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে : "সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ" (শিষ্য ৯:৩-৫) ! যীশুর ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে সৌলের জীবনে এলো বিরাট পরিবর্তন। অত্যাচারী সৌল হতে চললো খ্রীষ্টপাগল পৌল। আমাদেরও মন পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন ভাল থেকে আরো ভাল মানুষ হওয়া। শুধু নামে মাত্র খ্রীষ্টান না হয়ে, পলের মত যীশু-প্রেমিক ও খ্রীষ্টপাগল হওয়া। যীশুর নামে, যীশুর জন্যে কাজ করা, যীশুতে জীবন যাপন করা। যীশুতে জীবনের রূপান্তর ঘটানো, যীশুময় হওয়া।

জীবন রূপান্তরের আহ্বান

আমরা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত আহার গ্রহণ করি। আমরা যখন কোন কিছু খাই, তখন কি ঘটে। সেই খাদ্য পরিপাক হয়ে আমাদের শরীর ও রক্তে পরিণত হয়। সেই খাদ্য আর খাদ্য থাকে না, সেটার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু আমরা যখন রুটি-দ্রাক্ষারসের আকারে পবিত্র কমূনিয়নে প্রভুকে গ্রহণ করি, তখন বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমরা তখন খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হতে শুরু করি। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে আমরা খ্রীষ্টের সাথে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিত হই, খ্রীষ্টের সাথে আমরা একাত্ম হয়ে যাই। শুধু তাই নয়। যেহেতু আমরা অনেকে মিলে একই রুটি ভোজন করি ও একই পাত্র থেকে পান করি, সেই জন্য প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণকারী খ্রীষ্টভক্তদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও একতা থাকা প্রয়োজন।

পল ছিলেন পাথরের মত শক্ত-মনের এক মানুষ, যিনি ছিলেন অনেকটা রক্তপিপাসু, নির্যাতনকারী খ্রীষ্ট-শত্রু। তাঁর জীবন, বিশ্বাসের জীবন রূপান্তরিত হয়েছে খ্রীষ্টের দ্বারা। প্রভু যীশু আনানিয়াসকে বললেন, "তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে আমার মনোনীত পাত্র। আমি নিজেই তাকে বোঝাব আমার নামের জন্য কত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে" (শিষ্য ৯:১৫)। আমরা দেখি, খ্রীষ্টবিরোধী এই পল খ্রীষ্টের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে দিনে দিনে হয়ে উঠলো খ্রীষ্টপ্রেমিক পল। তাঁর জীবনে এলো আমূল পরিবর্তন। সে নতুন জীবনে প্রবেশ করলো - হলো তাঁর জীবনের রূপান্তর। এই রূপান্তরের আহ্বান আমাদের সকলের প্রতি।

একজন মানুষের বিশ্বাস তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমি কি বিশ্বাস করি না করি, তাঁর উপরই আমার জীবনের গতিবিধি নির্ভর করে। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে তার অনেক কিছু তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করে। ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি রাজনীতি, স্কুল-কলেজের শিক্ষা, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, গ্রামবাসী, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই কোন না কোন ভাবে একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। এ সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে বড় হতে পারে না। পলের জীবন খ্রীষ্টে রূপান্তরিত জীবন শুধু দামাস্কাসে যাবার সময়ে যীশুর স্পর্শই নয়, কিন্তু পরবর্তীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার, তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তিনি খ্রীষ্টকে এতটাই গ্রহণ করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন যে, তিনি বলেন, "আমার কাছে বেঁচে থাকা মানে খ্রীষ্ট।" অর্থাৎ খ্রীষ্টকে ছাড়া তিনি এখন আর কিছুই বুঝেন না। খ্রীষ্টকে ছাড়া তাঁর জীবন বৃথা, নিষ্ফল, এমন কি মৃত। এটা হলো পলের বিশ্বাসের জীবনে পরিবর্তন বা রূপান্তর। আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাস যদি পলের মত সুদৃঢ় হয়, আমরা যদি পলের মত খ্রীষ্টকে মনেপ্রাণে ভালবাসি, তাহলে আমাদের জীবনের ভিতর এবং বাহির দুটোই রূপান্তরিত হবে। বৃক্ষ তোমার নাম কি ? ফলে পরিচয়। আমাদের গভীর খ্রীষ্টবিশ্বাসও খ্রীষ্টবিশ্বাসও খ্রীষ্টপ্রেম যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন আমাদের নিজ নিজ জীবনাদর্শে, জীবনসাক্ষ্যে প্রকৃত খ্রীষ্টপ্রেমিকের বা খ্রীষ্টভক্তের পরিচয় ফুটে উঠে।

সাধু পলের প্রেরণকাজ ও বাণীপ্রচারে চ্যালেঞ্জ

পল পুনরুত্থিত যীশুর দর্শন বা স্পর্শ পেয়েছিলেন। যীশু নিজেই তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন ঐশবাণী প্রচারের জন্য, প্রেরণকর্মী হিসাবে যীশুই তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। "একদিন রাতের বেলায় প্রভু পলকে দর্শন দিয়ে বললেন : ভয় পেয়ো না ! বাণী প্রচার করে যাও তুমি, নীরব থেকো না ! আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। ...কেউ তোমার উপর হাত তুলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ এই শহরে এমন অনেক মানুষই তো রয়েছে, যারা আমার অনুগামী। তাই পল দেড় বছর ধরে করিন্থ নগরে রয়ে গেলেন আর পরমেশ্বরের বাণী সেখানকার মানুষকে শুনিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে লাগলেন" (শিষ্য ১৮:৯-১১)। পল প্রচার করতে লাগলেন পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে। মানুষের অন্তরে জাগাতে লাগলেন খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস। "আসলে শাস্ত্র কী বলে ? এই কথাই তো বলে : ঐশবাণী তোমার কাছেই - তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরেই রয়েছে। এখানে তো বিশ্বাসের সেই ঐশ বাণীর কথাই বলা হয়েছে, যা আমরা প্রচার করে থাকি। মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যীশুকে প্রভু ব'লে স্বীকার কর এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত

করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে" (রোমীয় ১০:৮-৯)।

পলের বাণী প্রচার ছিল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী, জাতি-বিজাতি নির্বিশেষে সকলের কাছে। তার কথা হলো, বাণী প্রচার ছাড়া খ্রীষ্টকে অন্যের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না। "প্রভুর প্রতি যাদের বিশ্বাস এখনও জন্মায়নি, তাঁকে তারা ডাকবে কেমন করে ? আর যারা তাঁর কথা এখনও শুনেনি, তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাবেই বা কেমন করে ? আর কেউ যদি বাণী প্রচার না করে, তাহলে তাঁর কথা তারা শুনতে পাবেই বা কী করে ? আর প্রেরিত না হলে কেউ বাণী প্রচার করবেই বা কেমন করে?" (রোমীয় ১০:১৪-১৫ক)। খ্রীষ্টে দীক্ষিত প্রত্যেক ভক্ত বাণী প্রচারের এই দায়িত্ব পান। আমরা দীক্ষাস্নানের গুণে ত্রিবিধ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রাখেন। সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তিনি হয়ে উঠেন মঙ্গলবাণীর ধারক ও বাহক। "আহা, কতই না মধুর সেই মানুষটির পদধ্বনি, যে-মানুষ মঙ্গলবার্তা বহন করে আনে" (রোমীয় ১০:১৫খ)। পল শুধু খ্রীষ্টবাণী প্রচারই করেনি, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য অন্তরে সর্বদা এক গভীর তাগিদ অনুভব করতেন। তাই তিনি বলেন, আসলে আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, তাতে আমার গর্ব করার কিছুই নেই, কেননা তা প্রচার না ক'রে আমি পারি না। হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি প্রচার না করি...(১করি ৯:১৬)। "স্বয়ং পরমেশ্বরই আমাকে এই মণ্ডলীর সেবাকর্মী ক'রে রেখেছেন। তিনি আমার হাতে এই দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন যে, তোমাদের কাছে আমি যেন পরিপূর্ণ ভাবে প্রচার করি তাঁর সেই ঐশ বাণী" (কলসীয় ১:২৫)। পলের বিশ্বাস, "ঈশ্বর আমার জন্মের আগে থেকেই আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং অনুগ্রহ ক'রে তাঁর নিজের কাজে আমাকে ডেকেও ছিলেন। একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার কাছে তাঁর পুত্রকে অলৌকিক ভাবে প্রকাশ করলেন, যাতে আমি বিজাতীয়দের কাছে তাঁর সেই পুত্রের মঙ্গলবার্তা প্রচার করি" (গালা ১:১৫-১৬)।

পলের বাণীপ্রচার কাজ সহজ ছিল না। যীশুর কাজ করতে গিয়ে, মঙ্গলবাণী প্রচার করতে গিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে। অনেক সময়, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, হয়েছেন নির্যাতিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে অনেকবার তাঁর জীবন হয়েছে বিপন্ন। "আমি ওদের চেয়ে পরিশ্রম করেছি অনেক বেশী, সহ্য করেছি অনেক বেশী কারাবাস, অনেক বেশী প্রহার ! বহুবার পড়েছি প্রাণ-সঙ্কটে। ইহুদীরা আমাকে পাঁচ পাঁচবার সেই উনচল্লিশ কশাঘাত করেছে; তাছাড়া তিন তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে; এমনকি একবার পাথর ছুঁড়েও মারা হয়েছে। তিনবার নৌকা ডুবি হয়েছে আমার; অকুল সমুদ্রে ভেসেই আমাকে একবার একটি দিন ও একটি রাত কাটাতে হয়েছে। বহুবার পথযাত্রাও করেছি আমি; বিপন্ন হয়েছি নদীর বুকে; বিপন্ন হয়েছি দস্যু-ডাকাতের হাতে; বিপন্ন হয়েছি স্বজাতি মানুষের হাতে; বিপন্ন হয়েছি বিজাতীয়দের হাতে; বিপন্ন হয়েছি শহরে, হয়েছি নির্জন প্রান্তরে, হয়েছি সাগরের বুকে, বিপন্ন হয়েছি ভণ্ড যত ধর্মভাইয়ের হাতে" ... (২য় করি ১১:২৩-২৬)।

এমনিভাবে বাণী প্রচারকগণ যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা-সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদের বর্তমান সময়েও বাণীপ্রচারকের অনেক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে আসে। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে আমরা যদি তাকাই, তাহলে আমরা অহরহ দেখতে পাই কত বিবাদ-বিচ্ছেদ, কলহ-দ্বন্দ্ব। নিজেদের মধ্যে প্রতিদিন কত না বিশৃঙ্খলা, ভেদাভেদ ও বিচ্ছিন্নতার বেড়াজাল গড়ে তুলছি : ধনী-গরীব, স্বদেশী-বিদেশী, চাকর-মনিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুন্দর-অসুন্দর, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ইত্যাদি। আমরাই তো মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী। ভাষা, কৃষ্টি ও ধর্মের বিভিন্নতা হেতু কত লোক ঘৃণিত ও অপদস্থ হচ্ছে। পৃথিবীতে বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য রয়েছে। তা থাকা স্বাভাবিক এবং বৈচিত্র্যতা সুন্দর। বিভিন্নতা ভাল, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ভাল নয়। অনেকে বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা মিলিয়ে ফেলছে। বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের আধ্যাত্মিক মনোভাব, অন্তর্দৃষ্টি ও খ্রীষ্টীয় মনমানসিকতা বৈচিত্রতার মধ্যে একতা ও মিলন সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক।

আমাদের দেশে ও সমাজে তথা সমগ্র বিশ্বে অনেক লোক রয়েছে যারা বহু পরিশ্রম করেও জীবনকে শুধু

টিকিয়ে রাখার মত প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। দেশের প্রায় সত্তর ভাগেরও বেশী লোকের এই অবস্থা। দেশে খাদ্য সামগ্রীর সমবন্টন নেই। যারা অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের অবস্থার বা জীবনের তেমন পরিবর্তন নেই। কিন্তু যারা আমরা নিজেদেরকে অসহায় ও দুর্বল মনে করি। অনেক মানুষ হয়তো ভাবে, এ অবস্থা পরিবর্তন কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাই আমাদেরও কিছু করার নেই। কিন্তু আমাদের অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হওয়াটাই একটি শুভ লক্ষণ এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দ্বারা আমরা বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারি।

আমাদের দেশের ও সমাজের মানুষ যে শুধু দৈহিক খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত, তা নয়। তাদের রয়েছে আরো অনেক ক্ষুধা। তারা শিক্ষা ও জ্ঞান, সুখ ও নিরাপত্তা, প্রেম ও শান্তি, ন্যায্যতা ও মানব মর্যাদার জন্য ক্ষুধিত। তারা এমন এক ধরনের আহার চায় যা সত্য, স্থায়ী ও বলদায়ক। তাই ঐশবাণী প্রচার ক'রে আমরা মানুষের আত্মিক খাদ্য নিবারণ করতে পারি। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় জীবন যাপন ক'রে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ-বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে, মিলন সমাজ গড়ে তুলতে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে। ঐশবাণী হবে মানুষের জীবনের দিক-নির্দেশনা। বাণীপ্রচারকের গভীর খ্রীষ্টপ্রেম ও নি:স্বার্থ সেবাকাজের মনোভাবের কাছে জগতের কোন-কিছুই, কোন সমস্যা-সঙ্কট, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়ন, খাদ্য-বস্ত্রের অভাব অথবা অন্য কোন শক্তি যীশুর ভালবাসা ও বাণীপ্রচারকদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সাধু পলের একতার আহ্বান

সাধু পল বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছে অনেক পত্র লিখেছিলেন। করিন্থ-নিবাসী খ্রীষ্টভক্তদের নিকট লেখা তাঁর পত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, করিন্থ-নিবাসী খ্রীষ্টভক্তদের আত্মিক ও মানসিক পরিশুদ্ধির অভাব ছিল। সাধু পল তাই বারে বারে তাদের স্মরণ করে দিয়েছেন তাদের খ্রীষ্টীয় কর্তব্যের কথা। তথাপি তাদের মনের পরিবর্তন তেমন দেখা যায়নি। বিবাদ-বিভেদ ছিল তাদের নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু সাধু পল যিনি ছিলেন করিন্থ মণ্ডলীর জন্মদাতা, তিনি নিরাশ হননি বা হাল ছেড়ে দেননি; কারণ তিনি জানতেন যে, পরিবর্তন একদিন না একদিন আসবেই। আমরা যারা খ্রীষ্টের কাজে নিয়োজিত আমাদের মধ্যে অনেক সময় হতাশা-নিরাশা আসে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা-সঙ্কট দেখে আমরা নিরাশ হয়ে পড়ি।

করিন্থীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর জনগণের মধ্যে যে বিরাট মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণ সেখানকার খ্রীষ্টভক্তদের কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল সাধু পিতরের কাছ থেকে, কেউ কেউ পলের কাছ থেকে, কেউ কেউ আপল্লোসের কাছ থেকে। খ্রীষ্টের বাণী যে-ই প্রচার করুক না কেন, সবাই-যে যার যার প্রচারকের নয় বরং খ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে উঠে, এ কথাটি বুঝে উঠতে না পারলেই বিভেদ সৃষ্টি হয়।

সাধু পল যখন করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখেন তখন সেখানকার মণ্ডলীতে দলাদলি, রেষারেষি ও অশান্তি বিরাজ করছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, যেহেতু সকলেই একই ভোজে অংশগ্রহণ করেন, যেহেতু সকলেই একই পাত্র থেকে পান করেন ও একই রুটি আহার করেন, সেজন্য খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে সহযোগিতা, সহভাগিতা, শান্তি ও একতা থাকা একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও, অনেকে মিলে এক দেহ, খ্রীষ্টের অতীন্দ্রিয় দেহ (১করি ১০:১৬-১৭)।

সাধু পল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে খ্রীষ্টভক্তদের কাছে একতার আহ্বান জানিয়েছেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা হিসাবে আমরা একদেহ ও একমন হওয়ার আহ্বান পেয়েছি। একই আত্মা সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন। একই অনুগ্রহদানের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এই বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পরের পরিপূরক। তাই একতা একান্ত প্রয়োজন। মানব দেহ হতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি : হাত যে কাজ করে, পা তা করতে পারে না; আবার চোখ যে কাজ করে কান তা করতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র কাজ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তেমনি একটি দেশ ও সমাজকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের অনেক ধরনের কাজের লোকের প্রয়োজন। সেই কাজগুলোর মধ্যে থাকা চাই সামঞ্জস্য। মানুষের মধ্যে একতা ও মিলন। পরস্পরের সাথে

সহযোগিতা ও সহভাগিতা করার খ্রীষ্টীয় মনোভাব। আমাদের খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রকৃত পরিচয় হলো – একতা ও মিলন সমাজ।

প্রত্যাশায় জীবন যাপন

আমরা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে বিপথে চলে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলাম, ঠিক তখনই ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য এই জগতে প্রেরণ করলেন। পরমেশ্বর জগতকে এত ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে,, তাদের কার-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন (যোহন ৩:১৬)। মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের এই অসীম ভালবাসা আমাদের মনে-প্রাণে আশার সঞ্চার করে। শাশ্বত পরিত্রাণ বা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় এ জগতে কোটি কোটি মানুষ ঈশ্বরের পথে, সত্য পথে, ন্যায়ের পথে জীবন যাপন করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

মানুষের জীবনে সুসময় যেমন আসে, তেমনি আসে দুঃসময়। দুঃসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন; জীবনটা তখন নিরাশার আঁধারে ঘেরা বলে মনে হয়। কিন্তু যারা ঈশ্বর-ভক্ত তাদের জীবনের দুঃসময়েও আশার আলো নিভে যায় না, কারণ অন্ধকারের মধ্যেই ঈশ্বরের জ্যোতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে – ভক্ত মানুষের কাছে ঈশ্বর এসে দেখা দেন। প্রত্যাশা যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে বিশ্বাস হবে লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম। ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাসের ফলেই আব্রাহাম হয়ে উঠলেন বহুজাতির পিতা। আর এ গভীর বিশ্বাসের জন্যই তাকে বলা হয় বিশ্বাসীদের পিতা। বিশ্বাসই হবে আমাদের ধার্মিকতার মাপকাঠি। অন্তরে আশা নিয়ে মানুষ বিশ্বাসের পথে এগিয়ে চললে পরিত্রাণ লাভ করবে।

বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করি, একদিকে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, মানুষের মনে আছে অনেক স্বপ্ন, অন্যদিকে অনেক মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছে না। যুব-সমাজের অনেকে হতাশা-নিরাশায় ভুগছে, নেশা করছে, জীবনের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কারে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের কাছে প্রত্যাশার বাণী বহন করা, মানে আশার আলো সঞ্চার করা প্রয়োজন। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঐশ ভালবাসাই আমাদের পরিত্রাণের আশা। সাধু পল যেমন বলেন, "খ্রীষ্টের জন্যেই তো বিশ্বাসের পথ দিয়ে আমাদের পক্ষে সেই ঐশ অনুগ্রহের জগতে আসা সম্ভব হয়েছে, যেখানে এখন আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁরই জন্যে আমরা এখন এই আশা নিয়ে গর্বও করে থাকি যে, আমরা একদিন পরমেশ্বরের আপন মহিমার অংশীদার হব" (রোমীয় ৫:২)। মানুষের সাথে সাথে "বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, পরমেশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। ...শুধু সৃষ্টি নয়, আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে আমাদের পরিত্রাণের প্রথম ফল-রূপেই পেয়েছি, তারাও নিজেদের অন্তরে গুমরে মরছি সেই পূর্ণ পুত্রত্ব-লাভের প্রতীক্ষায়, আপন দেহের মুক্তিলাভেরই প্রতীক্ষায়। কারণ আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু। কিন্তু আশার বস্তু প্রত্যক্ষ হলে আর তা আশাই থাকে না; কেন না যে যা দেখতে পায়, সে তার আশা কেনই বা করবে ? কিন্তু আমরা যা দেখতে পাই না, তার আশা যখন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি" (রোমীয় ৮:২০-২৫)। আমাদের এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হবার নয়। "আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত ক'রে রাখুক; তোমরা দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু হও; প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থাক। খ্রীষ্টভক্তদের অভাব-অনটন তোমরা ভাগ করে নাও; অতিথি সেবায় হও যত্নবান" (রোমীয় ১২:১২-১৩)।

সাধু পলের জীবনে শুভ সংগ্রাম

দেহ-মন-আত্মা, এই তিনে পূর্ণ মানব সত্ত্বা। একজন মানুষকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে জীবনে সংগ্রাম করতে হয় কেবল দেহ রক্ষার জন্যেই নয় বরং তাঁর সম্পূর্ণ সত্ত্বা বা গোটা জীবনের জন্য। আর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের পেশী শক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তি বা ঐশশক্তির প্রয়োজন বেশী। "যদিও আমরা সংসারে দিন কাটাই, তবুও আমরা যে-সংগ্রাম চালাচ্ছি, তা তো সাংসারিক অর্থে সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামের অস্ত্রশস্ত্র তো সাংসারিক অস্ত্রশস্ত্র নয়। বরং সেসবের মধ্যে এমনই ঐশ শক্তি নিহিত আছে, যা দুর্গও ধসিয়ে দিতে পারে" (২করি ১০:৩-৪)। এ সংসারে

রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মানুষ। কেউ সৎ, বিনয়ী, ঈশ্বরভক্ত, আবার কেউ বা মন্দ শক্তির আবেশে, দুষ্কর্ম করে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান হতে হবে। "তোমাদের শক্তির উৎস হোন স্বয়ং প্রভু; তাঁর সেই প্রবল শক্তিতেই শক্তিমান হও তোমরা! তোমরা যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরীরর বিরুদ্ধে স্থির হয়েই দাঁড়াতে পার, সেইজন্য তোমরা পরমেশ্বরের দেওয়া রণসাজে নিজেদের সজ্জিত কর। কেন না আমাদের এই সংগ্রাম তো রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, বরং ঊর্ধ্বজগতের যত মন্দ আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে, সেই সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বেরই বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারের সংসার যাদের হাতে পড়ে আছে, তাদের সকলেরই বিরুদ্ধে" (এফেসীয় ৬:১০-১২)।

যেকোন কাজে আমাদের সাধনা প্রয়োজন। একবার দু'বার একটি কাজ ক'রে হতাশ-নিরাশ হওয়া খ্রীষ্টভক্তের জীবন নয়। একজন খ্রীষ্টভক্তের থাকতে হবে আজীবনের সাধনা। আমরা দেখি, বাণীপ্রচারের দায়িত্ব পালনে সাধু পলের ছিল আপ্রাণ সাধনা। "খ্রীষ্টকেই আমরা প্রচার করে থাকি : আমরা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে চেতনা জাগিয়ে তুলি, প্রত্যেক মানুষকে প্রজ্ঞার আদর্শে পূর্ণ-দীক্ষিত করে থাকি, যাতে প্রত্যেক মানুষকেই আমরা খ্রীষ্টের আশ্রয়ে পূর্ণ-পরিণত করে তুলতে পারি। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কঠোর পরিশ্রম করি এবং খ্রীষ্টের যে-কর্মশক্তি আমার অন্তরে প্রবল প্রেরণা জাগায়, সেই শক্তির সাহায্যে আমি প্রাণপণ সাধনাই করে চলি " (কলসীয় ১:২৮-২৯)। যেকোন সংগ্রাম করতে প্রয়োজন পড়ে অস্ত্রের। খ্রীষ্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের অস্ত্র কি হবে? "সব সময়ে তোমরা হাতে ধরে রাখ ধর্মবিশ্বাসের সেই মহাঢাল... তোমরা ধারণ কর ত্রাণশক্তিরই শিরস্ত্রাণ। হাতে ধরে রাখ পবিত্র আত্মার দেওয়া সেই তরবারি – অর্থাৎ পরমেশ্বরের বাণী" (এফেসীয় ৬:১৬-১৭)।

পল যে কেবল নিজে সংগ্রাম করেছেন তা নয়। তিনি অন্যদেরকে শুভসংগ্রামে এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি তাঁর স্নেহের ধর্মসন্তান তিমথিকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পল তাঁর স্নেহের ধর্মসন্তান তিমথিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আমি চাই, প্রবক্তাদের ওই বাণীতে প্রবুদ্ধ হয়েই তুমি সংগ্রাম করবে শুভসংগ্রাম। খ্রীষ্টবিশ্বাস ও সৎ বিবেক সম্বল করেই এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে তুমি। কেউ কেউ তো বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে নিজের খ্রীষ্টবিশ্বাসের ভরাডুবিই ঘটিয়েছে" (১তিমথি ১:১৮খ-১৯)। একজন খ্রীষ্ট-সেবক, একজন খ্রীষ্ট-সেনা, একজন বাণীপ্রচারকের কাজ হবে খ্রীষ্ট-নির্ভর উত্তম জীবন যাপন করা। "তুমি যখন পরমেশ্বরের সেবক, এসব থেকে তুমি দূরেই থাক। তোমার লক্ষ্য হোক ধর্মিষ্ঠতা, ভগবদবিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা আর কোমলতা। সংগ্রামী হও তুমি খ্রীষ্টবিশ্বাসের শুভসংগ্রামে; জয় করে নাও সেই শাশ্বত জীবন, যা লাভ করতে আহূত হয়েছ তুমি, যা লাভ করতে তুমি একদিন অনেক সাক্ষীর সামনে উচ্চারণ করেছিলে তোমার খ্রীষ্টবিশ্বাসের সেই মহান স্বীকারোক্তি "(১ তিমথি ৬:১১-১২)।

সাধু পল তার মন পরিবর্তনের পর থেকে সারাজীবন খ্রীষ্টের প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের বাণীপ্রচারে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছেন যে, তিনি যেহেতু খ্রীষ্টের নামে, খ্রীষ্টের তরে কাজ করেছেন, খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর কাজের যোগ্য প্রতিদান বা পুরস্কার দিবেন। সেই পুরস্কার হলো ধর্মিষ্ঠতার বিজয় মুকুট, শাশ্বত জীবন। "এদিকে আমার প্রাণটাকে এরই মধ্যে অর্ঘের মত ঢেলে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমার যাবার সময় এসে গেছে। সংগ্রাম করেছি শুভসংগ্রাম, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টবিশ্বাস। তাই এখন থেকে আমার জন্য রাখা রইল ধর্মিষ্ঠতার সেই বিজয়মুকুট, সেই বিজয়মুকুট, যে-মুকুট ধর্মময় বিচারক স্বয়ং প্রভু সেই মহাদিনটিতে আমাকে পরিয়ে দেবেন – আর শুধু আমাকে কেন, তাদের সকলকেই পরিয়ে দেবেন, যারা গভীর ভক্তি নিয়ে তাঁর সেই আবির্ভাবের পথ চেয়ে থাকবে" (২ তিমথি ৪:৬-৮)।

খ্রীষ্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরাও যেন আমাদের জীবনে সাধু পলের মত শুভসংগ্রাম চালিয়ে যাই। তাহলে আমাদের এ জীবনে যেমন রূপান্তর ঘটবে, তেমনি পরলোকে সঞ্চিত হয়ে থাকবে শাশ্বত পুরস্কার।